অতএব তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেদেতি। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি । ১১ । ১০ ॥ শ্রীভবান্ ॥ ২০৮ ॥

অনন্তর শ্রবণ গুরু ও ভজন শিক্ষা গুরুর প্রায়শঃ একত্বই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যিনি শ্রবণগুরু তিনিই ভজনশিক্ষার গুরু হইয়া থাকেন। এইপ্রকার ভাবে ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র শ্রীল নিমি মহারাজকে বলিয়াছিলেন। সেই শ্রবণগুরুর নিকটেই ভাগবতধর্ম্মসকল শিক্ষা করিবে। সেই শিক্ষার যোগ্যতাটি বলিতেছেন—"শ্রীগুরুই একমাত্র প্রিয় এবং পরমরাধ্য" এইপ্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অপ্রকটভাবে শ্রীগুরুসেবা করতঃ সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। যে সকল ভাগবতধর্ম্মে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে অন্য কিছু দিয়া সন্তুষ্টিলাভ না করায় আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সকল ভগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে—যে সকল ভাগবতধর্ম্মে অন্তরে বাহিরে শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়। ২০৬ ॥

মন্ত্রগুরু কিন্তু একজনই হইয়া থাকেন। মন্ত্রগুরুর বহুত্ব নাই।

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাতিমতয়াত্মনঃ ॥ ১১।৩ ॥

আবির্হোত্র যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে কহিলেন—আচার্য্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেই গুরুদেবকর্ত্তৃক প্রদর্শিত আগম-মন্ত্রবিধি শাস্ত্র অনুসারে অর্থাৎ যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষিত, সেই মন্ত্রে যেমন অর্চ্চন করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, সেই বিধি অনুসারে অনন্ত-ভগবদাবির্ভাবের মধ্যে যে অবতারমূর্ত্তিটি সাধকের নিজ অভিমত হইবে, সেই মূর্ত্তি দ্বারা মহাপুরুষ শ্রীভগবানকে অর্চ্চন করিবে। এই প্রমাণের "আচার্য্যাৎ" এই একবচন উল্লেখ থাকায় মন্ত্রগুরুর একত্বই বুঝিতে হইবে। এইজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও—

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটিকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥

তাহার বোধ কলুষিত এবং সে জন দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছে; যে জন শ্রীগুরুকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে জন পূর্ব্বেই শ্রীহরিকে ত্যাগ করিয়াছে—এই প্রমাণে দীক্ষাগুরুর ত্যাগ করা সর্ব্বথা নিষেধ দেখান হইয়াছে। যদি সেই শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার সন্তোষলাভ না করায় অন্য গুরুর আশ্রয় করে, তাহা হইলে অনেক গুরু করাতে পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করাই